আজকের কাগজ

তারিখ 16 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড গড়তে পারে,আর ভেঙেও দিতে পারে

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড এ কথাটি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। এখন যারা প্রবীণ আমাদের ছেলেবেলায় কথাটি তাঁরা বলেছেন, এখনও বলছেন, আমরাও বলছি। Translation করছে যন্ত্র করে ছেলেমেয়েরা-'Education is the backbone of a nation.'। শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদন্ড গড়তে পারে তেমনি মেরুদন্ড ভেঙ্গেও দিতে পারে। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায় বর্তমান কালের মাধ্যমিক পরীক্ষার Result-এর দিকে তাকালে। ৪ আগষ্ট, বুধবার (১৯৯৩) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৪,৭৫,২৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হয় ৩,০৮,৬৭৬ জন। ১৯৯২ সালে অংশগ্রহণ করে ৫,২২,১৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং কৃতকার্য হয় তিন লাখেরও বেশী। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বোর্ডে (ইত্তেফাক ঃ ৩ আগষ্ট) ২ লাখ ১৯ হাজার ৫০১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে কৃতকার্য হয় ১ লাখ ২৯ হাজার ৭৪৯ জন। এর মাঝে ৬৯ হাজার৪০৭ জন প্রথম বিভাগে, ৪৮ হাজার ২২৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২ হাজার ১১৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার শতকরা ৫৯.১১। কুমিল্লা বোর্ডে (ইত্তেফাক ঃ ১ আগষ্ট) অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬২ হাজার ৮৭৭ জন। এর মাঝে ৪৯ হাজার ১৩১ জন প্রথম বিভাগ, ৪০ হাজার ৯৩১ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১০ হাজার ৬৯৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার শতকরা ৬১.৮৬। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে (ইত্তেফাক ঃ ৮ আগষ্ট) মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার ২২৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ৩৭ হাজার ৯৪৪ জন প্রথম বিভাগ, ৪২ হাজার ৪৮৮ জন দ্বিতীয় বিভাগ, ৭ হাজার ৮৪৯ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৬০.৭৮।

যশোর বোর্ডে (ভোরের কাগজ ঃ ৯ আগষ্ট) ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩০১ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করে ৮৫ হাজার ৬১৭ জন। পাসের হার ৬৩.৭৫। প্রথম বিভাগে ৩৫ হাজার ৮৩৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪১ হাজার ৭৩১ জন, তৃতীয় বিভাগে ৮ হাজার ৫৩ জন পাস করেছে। চারটি বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হারের গড় ৬১.৩৮।

পাসের হার তথা শিক্ষিতের হার বাড়াই একটি উন্নতদেশ একটি উন্নত জাতি গঠনের প্রাথমিক সোপান এ কথা আমরা জানি। আমাদের স্বাধীনতাকে bottomless basket বলা হয়ে থাকে। যতটুকু মনে পড়ে, একজন বুদ্ধিজীবী বলেছেন-বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের একটি মানচিত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। শিক্ষাও এখন সার্টিফিকেটে সীমাবদ্ধ রয়েছে এ কথা অবলীলাক্রমে বলা যাবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে চারদিকে Star আর First Division-এর ছড়াছড়ি।

এদেশের ছেলেমেয়েরা Star আর First Division- বেশী পাক এটা আমরা চাইবো না কেনো! কিন্তু কথা হচ্ছে এখন যারা অবাধে First Division আর star পেলো এদের মধ্যে ক'জনা প্রতিটি বিষয়ের কিছুটা হলেও গভীরে যেতে পেরেছে? পারেনি। না পারারই কথা। কেননা প্রতিটি বিষয়ে পঞ্চাশ নম্বর রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে একমাত্র সাধারণ গণিত আর উচ্চতর গনিত ছাড়া।

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে সাধারণ বিজ্ঞান শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের ছাত্র এএসএম রফিক উল্লাহ। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তার মন্তব্য তার পরিভাষায় 'এ পদ্ধতিতে ত্রুটি রয়েছে। 'প্রশ্ন ব্যাংক' বিষয়টি উঠিয়ে দেয়া খুবই জরুরী।' প্রশ্ন কেবলমাত্র memorise করলেই বিষয় বোঝা যায় না। Memorising Answer এড়াবার জন্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করার মাধ্যমেই পুরো lesson-টা সম্পর্কে মোটামুটি পরিপূর্ণ ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু নির্ধারিত প্রশ্ন ব্যাংক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আসল গুরুত্ব একদম পন্ড করে দেয়। বরং Memorise করার প্রবণতা আরো বাড়িয়ে দেয়, বিষয় বোঝার সম্ভাবনা একদম থাকে না। আবার রচনামূলক প্রশ্ন পুরোপুরি বাদ দিলে একজন ছাত্রের একটি নির্ধারিত বিষয় কতটুকু আয়ত্বে আনতে পারলো তা জানা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখস্থ অপরিহার্য। গণিতশাস্ত্রসহ বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সূত্র, হিসাব-নিকাশ।